Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No. 32-37
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ভারত: প্রাপ্তি, সমস্যা, সম্ভাবনা

সুবীর গায়েন
সহকারী অধ্যাপক, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, দক্ষিণ বারাশত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

As a political norm, the term democracy is a very prevalent, well-known and controversial term. Although India's democracy is not very ancient in terms of time, it is the largest democracy in the world in terms of population and extent. India is a little ahead of other countries in the developing third world in terms of the long road to democracy. Apart from receiving more than seventy years of Indian democracy, many problems still exist which are a special obstacle in the path of strong democracy. The article discusses the long-term achievements of Indian democracy, along with some issues that hinder the establishment of a strong democratic India. There is also a brief discussion of how problems can be overcome in the evaluation phase.

Keywords: Strong, Democracy, Neutral, Unequal, Independent, Power, Decentralization.

ভূমিকা: আমরা বাস করি গণতন্ত্রের যুগে। এর অর্থ এই যে, গণতন্ত্র সেই কষ্টিপাথরের সন্ধান দেয় যা দিয়ে বিচার করা হয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রক্রিয়া হিতকারী নাকি ভিন্ন কিছু[১]। একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে 'গণতন্ত্র' বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বহুল প্রচলিত এবং চর্চিত শব্দ। সে কারণে বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজেকে গণতান্ত্রিক হিসেবে পরিচিতি দিতে গর্ববোধ করে থাকে। কালের নিরিখে ভারতের গণতন্ত্র খুব প্রাচীন না হলেও জনসংখ্যা এবং ব্যাপ্তীর নিরিখে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। বিশ শতকের চারের দশকের শেষভাগে ও পাঁচের দশকের প্রথমভাগ জুড়ে ভারতসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু গণতন্ত্রের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার নিরিখে উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত কয়েক কদম এগিয়ে। বলা বাহুল্য যা ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম বলিষ্ঠতম দিক। অবশ্য দীর্ঘ সত্তর বছরের অধিক পথ পতিক্রমায় ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির তালিকাও কম নয় এবং যা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, গনমাধ্যম কিংবা আম-জনতার মধ্যে গণতান্ত্রিক ভারতের প্রাপ্তির গর্ববোধ বা অপ্রাপ্তির সমালোচনার বহু চুলচেরা বিশ্লেষণ অব্যাহত।

প্রাপ্তির নিরিখে ভারতের গণতন্ত্র : একথা সত্য যে কোনো রাজনৈতিক আদর্শই মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায় না[২]। প্রতিটি রাজনৈতিক আদর্শই মৌলিক নীতি ও সূত্রের নূন্যতম বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে বলা যায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতের স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের কাঠামোগত পার্থক্য থাকলেও বুনিয়াদকে কখনই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত থাকলেও সমস্ত বিতর্ককে দূরে রেখে আমরা গণতন্ত্রের কিছু মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করতে পারি। যথা-সর্বজনীন ভোটাধিকার, জনমতের গুরুত্ব, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, দল ব্যাবস্থা,

আইনের অনুশাসন প্রভৃতি। ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সর্বকালে সমস্ত পরিবেশে সংসদীয় গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে থাকে চারটি ভিত্তির উপর। যথা- (১) আইনসভা (২) নিরপেক্ষ ও বিচক্ষণ বিচারব্যাবস্থা (৩) পক্ষপাতহীন প্রশাসন (৪) অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যম[৩]। উল্লেখ্য উল্লিখিত চারটি ভিত্তিও ভারতে বর্তমান এবং যা স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর্ব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সক্রিয়। যাই হোক দীর্ঘ সত্তর বছরের অধিক অতিবাহিত গণতান্ত্রিক ভারতের প্রাপ্তির বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

প্রথমত, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ থেকে ৩৫ ধারার মধ্যে ছয় ধরনের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যথা-সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। প্রসঙ্গত একপেশে অধিকারভোগ কোনোভাবেই কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা। সে কারনে ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে চতুর্থ অধ্যায়-ক (Part IV-A) এ মৌলিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে একটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। আবার চতুর্থ অধ্যায়ে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ আছে। অবশ্য এগুলি মান্য করা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক নয়।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতি সহ লোকসভা ও রাজ্যসভা নিয়ে গঠিত। ব্রিটেনের মতো ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থা অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ চালিত শাসনব্যাবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যাবস্থা অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষ লোভসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত রাজনৈতিক দল পাঁচ বছরের জন্য সরকার গঠন করে[৪]। প্রসঙ্গত নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমেই সরকার জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে।

তৃতীয়ত, সংবিধানের ৩২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধর্ম, ভাষা, জাত-পাত, জন্মস্থান নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ-এর সর্বজবনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ ভোটদানের মাধ্যমে তাদের পছন্দ মতো প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে থাকে এবং প্রতিনিধিগণ জনগণের কাছে সম্পূর্ন দায়বদ্ধ থাকেন। সুতরাং সংবিধানগতভাবে চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে জনগণের নিকট এবং জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

চতুর্থত, সংবিধানের পঞ্চদশ অংশে ৩২৪ নম্বর ধারায় নির্বাচন ব্যাবস্থার পরিচালনার লক্ষ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল প্রাণভ্রমরা স্বরুপ। ভারতে বহুদলীয় ব্যাবস্থা প্রচলিত। বর্তমান ভারতে সাতটি জাতীয় দল ও চল্লিশের অধিক আঞ্চলিক দলের উপস্থিতি বর্তমান। ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ১৭ বার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকা, নির্বাচনে বহু রাজনৈতিক দল ও জনগণের অংশগ্রহণ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রাপ্তি ও সাফল্যের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

পঞ্চমত, ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ন স্তম্ভ হল ভারতের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যাবস্থা ও তার বিশ্বাসযোগ্যতা। সাধারণ নাগরিকের অধিকার রক্ষা ও ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে ভারতে সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট ও তার অধীনস্ত নিম্ন আদালত যা নাগরিক অধিকার ও ন্যায় বিচার রক্ষার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। উল্লেখ্য বিচার ব্যাবস্থার ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, আমলা থেকে সাধারন নাগরিক কেউই আইনের ঊর্দ্ধে নন।

ষষ্ঠত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে অভিনন্দিত। ভারতে বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিকোণ নির্ভর বহুসংখ্যক জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম(যার মধ্যে বৈদ্যুতিন ও মুদ্রিত উভয়েই বিদ্যমান) যা সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের অবিচার ও সমস্যাকে সামনে এনে সমাধানের বহুমতকে তুলে ধরে যেভাবে জনমানস, প্রশাসন ও নীতি নির্ধারকদের প্রভাবিত করে তা নিঃসন্দেহে দেশ ও সমাজের বহুস্বরিক গণতন্ত্রের

ভিত্তিকে মজবুত করে[৫]। প্রসঙ্গত গণতন্ত্রে আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক আলোচনা কিংবা আলোচনার গণতন্ত্র[৬]- যে দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, গত কয়েক বছরে তথ্য প্রযুক্তির দৌলতে একটা নতুন পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজ মাধ্যমের কল্যাণে।

সপ্তমত, গণতন্ত্রে নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাগরিক সমাজের আন্দোলন গণতন্ত্রের ভীতকে শক্ত করেছে। উল্লেখ্য আন্না হাজারে, কিরণ বেদী, প্রশান্তভূষণ, মেধা পাটেকর, স্বামী অগ্নিবেশ প্রমুখদের উদ্যোগে নাগরিক সমাজের আন্দোলন ভারতের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যাবস্থাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে।

অষ্টমত, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিতকে শক্ত করে। ভারতে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে, প্রশাসনিক ব্যাবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে তৃণমূল স্তরে প্রোথিত করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার গঠন করেছে। উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে সংবিধানের ৭৩ তম ও ৭৪ তম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে দেশের পঞ্চায়েত ব্যাবস্থা এবং পৌরসভাগুলির গঠন ও কার্যপ্রণালীতে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যেক্ষেত্রে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যাবস্থা প্রবর্তনের ওপর জোর দিয়ে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলির সমস্ত আসনে প্রার্থীদের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে এবং গণতান্ত্রিক সমাজের দুর্বলতর ও পিছিয়ে পড়া মানুষজনের এবং বিশেষত মহিলাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকারগুলিতে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে[৭]।

এছাড়া ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার, ২০১৪ সালে দুর্নীতি রোধে কেন্দ্রে লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইন এবং বর্তমানে সকলকে নিয়ে একটি অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও সংবেদনশীল প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিট্যাল ভারত কর্মসূচী যা একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ভারতের ইঙ্গিত বহন করে।

শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ভারতের লক্ষ্যে সমস্যা: দীর্ঘকাল চালু থাকাটা ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি বহু আলোচিত ইতিবাচক দিক হলেও এর ভিতরের রহস্য কিন্তু উন্মোচিত হয়নি কিংবা হতে পারেনি[৮]। প্রাপ্তির নিরিখে ভারতীয় গণতন্ত্রের যে আলোচনা করা তা বাহ্যত এক শক্তিশালী গণতন্ত্রের চেহারাকে তুলে ধরে। কিন্তু প্রাপ্তির বাস্তব প্রেক্ষাপট বহুক্ষেত্রেই নেতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র শুধুমাত্র সরকার গঠন কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি পদ্ধতি নয়, গণতন্ত্র জীবন যাপনের এক ধরন[৯] বা প্রক্রিয়া। দেশের ব্যাপক অংশের জনগণ যদি সেই প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো ভাবেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র সঠিকভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। আর এই বিচারেই উঠে আসে ভারতীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার দিকগুলি। কারন প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সকল স্তরে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান এবং সর্বপোরি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের সত্তর বছর পেরিয়ে গেলেও বহু সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে পারা যায়নি যা গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায়।

প্রথমত, নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধানের কতগুলো মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলেও বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারীমূলক কার্যকলাপ কার্যত এই অধিকারগুলিকে লংঘন করেছে। ১৯৬২, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ সালে জাতীয় জরুরী অবস্থার নামে জনসাধারনের মৌলিক অধিকারগুলি হরন করে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করে যে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা চালু হয়েছিল কার্যত তা গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যকে জিইয়ে রেখে কোনো ভাবেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। স্বাধীনতার এত বছর বাদেও দেশের বহু মানুষ এখনও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। বহুমুখী দারিদ্র সূচকের(মাল্টি-ডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স বা এমপিআই) ২০১৬ পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের তপশিলি উপজাতিদের ৫০ শতাংশ এখনও গরীব এবং মুসলিমদের মধ্যে প্রতি তিনজনের একজন এবং খ্রিষ্টানদের প্রতি

ছ'জনের একজন গরীব। উল্লেখ্য তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে গরীবের সংখ্যা বেশী[১০]। এমনকি উচ্চশীক্ষার ক্ষেত্রেও তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণও আশানুরুপ নয়। অক্সফ্যাম এবং ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স ইন্টারন্যাশনাল-র ২০১৮-র সমীক্ষা অনুযায়ী আয়ের বৈষম্য বিগত দিনের তুলনায় আরও বেড়েছে। হাতেগোনা ধনীদের হাতে আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে অর্থ। গরীবরা তলিয়ে গিয়েছে আরও ঋণের জালে। দেশের সবচেয়ে বিত্তবান ১% মানুষের সম্পদ বেড়েছে ৩৯%। এমনকি আর্থিক বৈষম্য ঘোচানোর উদ্যোগের দিক থেকে ভারত বিশ্বে ১৫৭ টি দেশের মধ্যে ১৪৭[১১]।

তৃতীয়ত, সমগ্র বিশ্বের তরুণ বয়সীদের এক পঞ্চমাংশই রয়েছে ভারতে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি (৬০.৩ শতাংশ) ১৫-৫৯ কর্মক্ষম বয়ঃক্রমের পর্যায়ভুক্ত এবং এক-চতুর্থাংশ ১৫-২৯ যুব বয়ঃক্রমের পর্যায়ভুক্ত। ২০১৫-১৬ সালে ১৮-১৯ বয়ঃসীমার তরুণদের বেকারত্ব হার ছিল ১৩.২ শতাংশ যা ত্রিশোর্ধ (১.৬ শতাংশ) কর্মীদের বেকারত্ব হারের তুলনায় ৮ গুন বেশি। অন্যদিকে এই যুবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তরুনীদের ক্ষেত্রে বেকারত্ব হার ছিল ২০ শতাংশ যা কিনা তরুনদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ (১১.৩ শতাংশ) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বেকারত্বের বিদ্যমানতা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে এবং তরুণদের তুলনায় তরুণীদের মধ্যে বেশ।[১২] সম্প্রতি 'ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস' (এনএসএসও)-র পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে দেশের বেকারত্বের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৬.১ শতাংশ যা বিগত ৪৫ বছরের থেকে সব চেয়ে বেশী।[১৩] উল্লেখ্য এই বিপুল পরিমাণ যুব সম্প্রদায়ের কর্মক্ষমতা যে কোনো দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিকাঠামোকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু যদি এই কর্মক্ষমতাকে কাজে না লাগানো হয় এবং উত্তরোত্তর যদি এই বেকারত্বের সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে তা যেকোনো দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক তা আর বলার অপেক্ষা রাখেন না।

চতুর্থত, স্বাধীনতার এত বছর পরেও জাত-পাত-র মতো বর্ণ-বৈষম্যমূলক সমস্যা এখনও সক্রিয়। দলিত ও সংখ্যালঘু মানুষ এমনকি নারীদের অধিকারও বহু ক্ষেত্রে ভূলুণ্ঠিত। দেশে প্রতি ১৮ মিনিটে একজন দলিত নিগৃহীত হচ্ছে, প্রতি ৪ ঘন্টায় একজন নারী ধর্ষিতা হচ্ছেন, প্রতি ২ দিনে একজন দলিত খুন হচ্ছেন।[১৪] সম্প্রতি বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের সেবামূলক শাখা সংগঠন 'দ্য টমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন' -র সমীক্ষা অনুযায়ী নারীদের জন্য বিপজ্জনক তালিকায় ভারতের স্থান আফগানিস্তান, সিরিয়া, সোমালিয়া, পাকিস্তান এবং কঙ্গোরও আগে।[১৫] অর্থাৎ এই রকম অসহিষ্ণু, নিরাপত্তাহীন পরিবেশ এবং অন্যদিকে দেশের দলিত, সংখ্যালঘু ও নারীদেরকে বঞ্চিত রেখে কোনোভাবেই সঠিক অর্থে শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

পঞ্চমত, দুর্নীতি যেকোনো দেশের গণতন্ত্রের ভীতকে দুর্বল করে। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল'-র দুর্নীতি সূচকে ভারত আগের তুলনায় এখন নীচের সারিতে। ২০১৬ সালে ৭৯ তম ২০১৮ তে হয় ৮১ তম। এমনকি ভারত এশিয়ার মধ্যে প্রথম দিকে পাঁচটি দেশের একটি যেখানে দেশে বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন ঘুষ না দিলে পরিষেবা পাওয়া সম্ভব নয়।[১৬] দেশে দুর্নীতি রোধে ২০১৪ সালে লোকপাল ও লোকাযুক্ত আইন তৈরি হলেও তা এখনও সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়নি। এই আইন চার বছরের অধিককাল হয়ে গেলেও এখনও দেশে লোকপাল নিয়োগ করা হয়নি। দেশের প্রথম সারিতে শিল্পপতি থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন যা শক্তিশালী গণতন্ত্রের নেতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে।

ষষ্ঠত, বিচার ব্যাবস্থা গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ন স্তম্ভ হলেও ভারতে বিচার ও আইনি পরিকাঠামোর দিক থেকে অনেকখানি পিছিয়ে। বিচার পরিকাঠামোর এই দুর্বলতা যা সাধারণ মানুষের ন্যায়-বিচারের পথে অন্তরায়। ২০১৭ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন আদালতে প্রায় তিন কোটি মামলা বিচারের অপেক্ষায় দেশের বিভিন্ন আদালতে জমে আছে। অন্যদিকে আদালতে মামলা রুজুর পরিমাণের তুলনায় বিচারকের সংখ্যা যথেষ্ট কম।[১৭] আইনি ব্যাবস্থার জটিলতা, বিচার পরিকাঠামোর দুর্বলতা যা শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম দুর্বলতা।

সপ্তমত, গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ন ভিত্তি হল গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চরিত্র গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করে। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষে গণমাধ্যমের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে বহু প্রশ্নচিহ্ন উঠে আসছে। সংবাদ মাধ্যমের কর্পোরেট স্বার্থচিন্তা বহুক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রধান বাধাস্বরুপ। নির্বাচনের সময় খবরের কাগজ কিংবা টিভি চ্যানেলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই নগ্নভাবে নির্দিষ্ট পার্টির হয়েই কথা বলে। আবার অন্যদিকে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা বহু ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট'-র সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট ৬৭ জন ভারতীয় সাংবাদিক খুন হয়েছেন[১৮] যা ভারতীয় গণমাধ্যমের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রেখে কাজের ক্ষেত্রে বাধাস্বরুপ।

অষ্টমত, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তৃনমূল স্তরের জনগণের অংশগ্রহনকে সুনিশ্চিত করে যা শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সরকারি কার্যকলাপে জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে ৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির গঠন ও কার্যপ্রনালীতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এমনকি ভারতবর্ষের বহুধাবিভক্ত জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে সমাজের দুর্বলতর, পিছিয়ে পড়া মানুষকে ও মহিলাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষণের ব্যাবস্থা হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে একক রাজনৈতিক দলের আধিপত্য এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলিতে প্ররুষতন্ত্রের আধিপত্য যা কার্যক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর এবং মহিলাদের স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নবমত, নির্বাচন চলাকালীন বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ যা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়ে রাজনীতি যা কার্যত সুষ্ঠু রাজনীতির ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘটনা, জঙ্গি কার্যকলাপ ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বজায় রাখতে বহু ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে ও করছে। 'কান্ট্রি রিপর্টোস অন টেররিজম' ২০১৬-র পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী ভারতে জঙ্গি হামলা বেড়েছে অন্তত ১৬ শতাংশ এবং তাতে নিহতের সংখ্যা বেড়েছে ১৭ শতাংশ।[১৯]

দশমত, দেশের মূল ধারার রাজনীতিতে এক বিশেষ এলিট শ্রেনীর আধিপত্য, রাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক আধিপত্য, একদলীয় আধিপত্য, শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের অভাব, রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তদের অনুপ্রবেশ, দেশের আপামর জনগণের সচেতনতার বিশেষ অভাব যা শক্তিশালী গণতন্ত্রের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মূল্যায়ণ: তত্ত্ব কিংবা কার্যগত বিচারে গণতন্ত্র যে একটি আদর্শ ও উৎকৃষ্ট শাসনব্যাবস্থা তা প্রায়-অর্থে সর্বজনবীদিত এবং ভারতবর্ষের মতো বহুধাবিভক্ত জনবহুল দেশের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ছাড়াও অন্য কোনো শাসনব্যাবস্থা যে সঠিক অর্থে কাম্য নয় সে বিষয়েও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যে কোনো দেশে সঠিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি সকলের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন ও সমস্যার সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিকাশিত করার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন যেক্ষেত্রে 'গণতান্ত্রিক জনগণ'[২০] সর্বাগ্রে বিশেষ প্রয়োজন। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে প্রখ্যাত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন-র বক্তব্য বিশেষ প্রানিধানযোগ্য 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দূরপ্রাসারী করতে পারে তাদের রক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ন'।[২১] গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় শুধু নীতির অভাবে নয় বরং ন্যাযতার অভাবে।[২২] পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক আকারের উপরেই ন্যায় বা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে না নির্ভর করে তার ফলপ্রসূ পরিচালনার উপর।[২৩] বহুধাবিভক্ত ভারতে শক্তিশালী গণতন্ত্রের প্রকৃত সাফল্যের জন্য ভারতবাসীকে অবশ্যই যুক্তিবাদী ও পরমতসহিষ্ণু হতে হবে এবং যা যথার্ত যুক্তিবাদী শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয়। যেক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনসাধারনের দায়বদ্ধতা বা দায়িত্ববোধকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। প্রসঙ্গত এক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গনমাধ্যম গুলির ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বপরি গণতন্ত্র যেহেতু জনগণকে নিয়ে

সেহেতু বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট ভারতবর্ষের জনগণকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে সঙ্গে নিয়েই গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে এবং আশা করা যায় এভাবেই শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ভারতের উত্তরণ সম্ভব।

তথ্যসুত্র :

১. আঁদ্রে বেতেই, গণতন্ত্র ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ, (Democracy and Its Institution), অনুবাদ. দেবাশিষ সেন, প্রথম সংস্করণ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়া দিল্লি, ২০১৮, পৃ. ৮
২. জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, গণতন্ত্র ধর্ম ও জাতি, প্রথম মিত্রম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৫৫
৩. মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র ও তার ভবিষ্যৎ', আরেক রকম, সম্পাদনা, শুভনীল চৌধুরী, ষষ্ট বর্ষ, সপ্তদশ সংখ্যা, ১-১৫ সেপ্টেম্বর,২০১৮, কলকাতা, পৃ. ৩৫
৪. অরুণাভ ঘোষ, ভারতীয় রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়, প্রথম সংস্করণ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩৩
৫. সৌভিক ঘোষাল, 'ভারতীয় গণতন্ত্রঃ প্রাপ্তি, প্রত্যাশা ও প্রত্যাখানের নানা মাত্রা', সম্পাদনা, সুজিত সেন, ভারতীয় গণতন্ত্র প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, প্রথম সংস্করণ, লাকী পাবলিশার্স, কলকাতা,২০১৫, পৃ. ২৮৩-২৮৪
৬. অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, 'সমাজমাধ্যম ও আলোচনার গণতন্ত্র', আরেক রকম, সম্পাদনা, শুভনীল চৌধুরী, ষষ্ট বর্ষ, ঊনবিংশ-বিংশ যুগ্ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ৩৭
৭. ড. উদয়ভানু চক্রবর্তী, 'গণতন্ত্র এবং বিকেন্দ্রীকরণ তিয়াত্তর ও চুয়াত্তর-তম সংবিধান সংশোধনের তাৎপর্য', যোজনা ধন ধান্যে, সম্পাদনা, অন্তরা ঘোষ, মার্চ ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ১৩
৮. রাধারমণ চক্রবর্তী, রাজনীতির আবর্তে ভারতের গণতন্ত্র, মনোরমা ইয়ারবুক, সম্পাদনা, মাম্মেন ম্যাথ্যু, ঊনবিংশ প্রকাশ, ২০১৪, কোট্টায়াম, পৃ. ১৮
৯. অরুণাভ ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯
১০. সম্পাদকীয়, 'গরিবি হটাও' এই সময়, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ৮
১১. 'গরীব আরও গরীব, সম্পত্তি বৃদ্ধি ধনীর, এই সময়, ২২ জানুয়ারী, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ২
১২. অলখ এন. শর্মা ও বলবন্ত সিং মেহেতা, 'কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ ও সাম্প্রতিক পদক্ষেপ', যোজনা ধনধান্যে, সম্পাদনা, রমা মণ্ডল, জুন, ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৯-১০
১৩. '৪৫ বছরের রেকর্ড ভাঙল বেকারত্ব', এই সময়, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ২
১৪. দেবেশ দাস, 'দলিত-আদিবাসিদের সমস্যা ও আমাদের আন্দোলন', সম্পাদনা, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, শারদ সংখ্যা, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ১৯১-১৯২
১৫. 'ভারত নারীদের জন্য সবথেকে বিপজ্জনক, বলছে বিশ্ব-সমীক্ষা', এই সময়, ২৭ জুন, ২০১৮, পৃ. ২
১৬. বিশ্বজিত মণ্ডল, 'এত প্রতিশ্রুতির পরও সেই তিমিরেই প্রত্যাবর্তন', প্রবন্ধ, এই সময়, ১৬ নভেম্বর, ২০১৮, পৃ. ১০
১৭. অভিরুপ সরকার, 'বিচারে এত দেরি কেন', প্রবন্ধ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ আগস্ট, ২০১৭, পৃ. ৩
১৮. 'লক্ষ্য যখন সাংবাদিকরা', এই সময়, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১১
১৯. সংবাদ সংস্থা, 'মার্কিন রিপোর্টে দাবি সিরিয়ার চেয়ে বেশি জঙ্গি হানা ভারতে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ জুলাই, ২০১৭, পৃ. ৭
২০. সুজিত সেন, প্রসংগ গণতন্ত্র, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, মিত্রম, ২০১৮, পৃ. ১২৯
২১. অমর্ত্য সেন, উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা (Development as freedom), অনুবাদ, অরবিন্দ রায়, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৫৯
২২. মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৬
২৩. অমর্ত্য সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৭